

42 টি বৈদিক অনুশাসন

বৈদিক শাস্ত্র এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ 42 টি অনুশাসনকে প্রতটি মানুষের ধর্মআচরণ রূপে নরূপণ করছেন।

এই 42 টি বৈদিক অনুশাসন সম্পূর্ণ জীবন ধরে পালন করে তবেই পরম মুক্তির পথে যাওয়া যায়।

ধর্মআচরণহীন যবে কোন প্রকারের সাধনা আসুরিকি ভাব বৃদ্ধি করে। তাই শাস্ত্রসম্মত এই 42 বৈদিক ধর্মাচরণ পালন করেই মুক্তির পটকে জানা বা পাওয়া সম্ভব-ধর্ম আচরণ ব্যতীত কোন যুগে কোন কালে কোন ব্যক্তি কোনোভাবেই মুক্তির পর কবে পতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও কবে পাবে না।

তাই ঈশ্বর প্রাপ্তির ইচ্ছুক বা সাধন ইচ্ছুক বা মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিরি অতযিতনে অতি সতর্কতার সহতি সর্বদা বৈদিক ধর্ম আচরণ নিজেরে বাস্তব জীবনে পালন করা অত্যন্ত আবশ্যিক।

শাস্ত্রসম্মত বৈদিক আচরণ নিজেরে জীবনে পালন না করে জপ-ব্রত-তপস্যা-যোগসাধনা সবই অসম্পূর্ণ / অসফল হয়ে যায়।

নতিয -অনতিয বচির সহকারে 42 টি অনুশাসন- ধর্মআচরণ:-----

1. সত্য (কায়-মন-বাক্যে সর্বদা সত্য প্রতষ্টিতি থাকা)
2. অহিংসা (পূর্ণরূপে হিংসা পরতি্যাগ করা)
3. অস্তয়ে (অন্যেরে শরীর সম্পদ সম্পর্ক স্টৈন্দ্র্য কোন দকি তাকানোর অভ্যাস করা)
4. ব্রহ্মচর্য (নিজেরে স্ত্রী বা নিজেরে স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো নারী বা পুরুষেরে দকি প্রমে বা য্টৈন মনোভাব না রাখা)
5. অপরগিরহ (শাস্ত্রীয় অধিকার ছাড়া কারো কাছই কোনো দান গ্রহণ না করা)
6. শট্টাচ (দেহেশুদধি + ভাবশুদধি + মন -চন্িতাশুদধি)
7. সন্তোষ (তুষ্ট থাকার অভ্যাস)
8. তপস্যা (আহারশুদধি - সর্বপ্রকার দূষতি অন্ন সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ)
9. সাধ্যায় (রোজ শাস্ত্র অধ্যয়ণ - শাস্ত্রীয় আলোচনা ও নতিযকর্ম, জপ ইত্যাদি)
10. ঈশ্বরপ্রাণধান (ঈশ্বর এ সম্পূর্ণ সমর্পন)
11. দয়া (দুর্বল, অসুস্থ ও নরিপরাধরি যবে কোনো প্রাণীর উপর)
12. ততিক্ষা (কষ্টকর অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ)
13. শম (মনেরে সংযম)
14. দম (ইন্দ্রিয়েরে সংযম)
15. কখনো সুযোগ সন্ধানী না হওয়া - সুবধিবাদিনা হওয়া
16. আসক্তিকামনা ত্যাগ ও আত্মচন্িতন
17. উপযুক্ত পাত্রেরে দান ও কর্মেরে দক্ষনিাদান
18. আর্জব (সরলতা)
19. যবে কোনো অন্যায় বা শাস্ত্রবন্দিদ্ধ কর্মে যুক্ত না থাকা- অন্যায় বা শাস্ত্রবন্দিদ্ধ প্রশয় না দেওয়া এবং প্রয়োজনে ভয়মুক্ত মনে অন্যায় বা

- শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মের প্রতীতি করা- প্রয়োজনে দুষ্টিরে দমন করা ।
20. নিজের কামনা সিদ্ধির জন্যে কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা ও অনিষ্ট না করা
 21. ঈর্ষা (বিক্রমে বিক্রমে দ্বিষ্টে চলা)- বিক্রমে-বিক্রমে-বিরোধ
 22. মটন (কথা না বলা নয় - শুধু বৃথা আলাপ ত্যাগ করা)
 23. লোক কল্যাণ ভাবনা ও দেশভক্তি
 24. কায়ামনোবাক্য গুরুসবো এবং গুরুর আদেশে মাত্র সবসময় বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতে, বিনা তর্কে আদেশে পালন করা।
 25. ঈশ্বরএ পরম ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম মুক্তি এবং অন্য জীবাত্মকে পরম মুক্তি এর পথে পূর্ণ রূপে সাহায্য করা -এটাই জীবনের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করা।
 26. প্রতীতিহুর্তে ও প্রতীতি কাজে নতি-অনতি বিচার করে চলা
 27. বনিয়, নম্রতা ও ভদ্রতা
 28. শালিনতা, শিষ্টাচার, শ্রদ্ধা ও প্রীতিমিনোভাবাপন্ন
 29. নিজের অধিকারের সীমা-মর্যাদা জ্ঞান
 30. নিষ্ঠা ও নিষ্কাম ভাবে প্রতীতি তপস্যা, ধর্ম-কর্ম করা
 31. অসংসঙ্গ ও ধর্ম গ্লানির এবং নাস্তিকি লোকেরে সঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ
 32. সিদ্ধ পুরুষের কাছে শাস্ত্রজ্ঞান ও উপদেশে লাভ
 33. প্রতিমাতার সবো, সামাজিক ও স্ত্রী-সন্তান ও সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে প্রতীতি পালন
 34. ক্ষমা এবং প্রাণীদেরকে অন্ন জল খাদ্য প্রদান করা
 35. দবে ও শাস্ত্রে ভক্তি এবং নিজেকে কর্তা নয়, বরং সবেক জ্ঞান করা
 36. জীবনে প্রতীতিতেই মনানুসারে সিদ্ধান্তে নয় - শাস্ত্রানুসারে চলা উচিত
 37. যে কোনো লোককে শুধুমাত্র কার্মিক চরিত্র দিয়ে বিচার আর অন্য কিছু দিয়ে বিচার নয়
 38. সাধু-যোগী ইত্যাদির বিচার শুধু শাস্ত্র লক্ষন অনুসারে করা, কারো বাইরেরে কিছু দিয়ে বিচার নয়
 39. গুরু প্রদত্ত রোজ সাধন ভজন করা
 40. পূর্ব ভুল কর্মেরে প্রায়শ্চিত্ত করণ
 41. জড়জগতেরে লোক দেখানো সৌখিনতা বা কামনা পূরণেরে সৌখিনতা ত্যাগ করা
 42. শাস্ত্রীয়ও বিচার করে লোকাচার বা কুসংস্কার মানবিকহীন কর্ম বা ভাবনা ত্যাগ করা .

অনুশাসন :- গুরুর নিকট হইতে আধারবিশেষে যে অনুশাসনের উপদেশে, বিচারের উপদেশে, করণীয় উপদেশে, কার্যের উপদেশে প্রাপ্ত হয়ে - সেই সব উপদেশগুলির এর সঙ্গতে নতি-অনতি বিক্রমে-বিক্রমে এবং শাস্ত্রেরে 42 বৈদিক অনুশাসন বাস্তবিক জীবনে কায়-মন-বাক্যে 100% প্রতীতি পালন করার নাম অনুশাসন - যাহাকে শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গিক মার্গেরে চতুর্থমার্গ “ অনুশাসনমার্গ ” বলা হয়।